ধ্যান শৈথিল্য ঘটিলেই শক্তিহীনতা দোষে তাহাকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে। তখন ভক্তপ্রবর উপরিচর বসুর যখন সমাধির কিঞ্চিৎ তারল্য উপস্থিত হইল, তখন ঐ পাষণ্ডবাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণের দুর্গতি দর্শন করিয়া করুণায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন মনে মনে ভাবিলেন—অহো, দৈত্যগণের কি দুর্গতি! আমার প্রাণ বিনাশের জন্য সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে পরম কারুণিক শ্রীভগবান্! তুমি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের দুর্গতি বিনাশ করতঃ তোমার পাদাব্জের ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া দাও।

এইরূপ করুণ প্রার্থনায় সেইসকল দৈত্যগণ ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল। এস্থলে দুর্গত অপরাধী জনের প্রতিও যদি শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই দুর্গতি ও অপরাধ দোষ শান্তি হইয়া শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে—তাহাই দেখান হইল। এই অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লেখ আছে যে -"অনেক জন্ম সংসারচিতে পাপ সমুচ্চয়ে লক্ষ্মীমে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখীমতিঃ"॥ অর্থাৎ অনেক জন্মকাল পর্য্যন্ত সংসার-বাসনায় সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় না হইলে মানবগণের মতি শ্রীগোবিন্দচরণে উন্মুখভাব প্রাপ্ত হয় না। এস্থানে পাপ শব্দে অপরাধ অর্থেই বুঝতে হইবে। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত মহৎ সঙ্গ বা মহতের কৃপা লাভ করিবার সৌভাগ্য উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পাপ ও পুণ্যের সত্তা থাকিবেই থাকিবে। মহৎ সঙ্গ বা কৃপা লাভের পরই পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব, এস্থানে পাপ শব্দে অপরাধ অর্থ ই সমীচীন। এই সিদ্ধান্তের উপরে পুনরায় একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে—যদি মহতের কৃপায় অপরাধী জনেরও অপরাধ দোষ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে উন্মুখতা ঘটে, তাহা হইলে ৭।১০ অধ্যায়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় জগদন্তর্ব্বর্ত্তী জীবসমূহের দুঃখে কাতর হইয়া নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে সেইসকল সংসারী জীবের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা সত্ত্বেও কেন সর্ব্ব জীবের মুক্তি হইল না? তাহাতে দেখা যায়—"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষএকো নান্যন্ত্বদস্যশরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে"। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় প্রার্থনা করিলেন—হে নাথ! আমি এই সংসারচক্রে ভ্রমণশীল সুদুঃখিত জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তির ইচ্ছা করি না, এই নিরাশ্রয় সংসারী জীবগণের একমাত্র তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আশ্রয় দিবার উপযুক্ত কৃপালু দর্শন করি না। তাহা হইলে শ্রীপ্রহ্লাদের সংসারী জীবমাত্রের প্রতি কৃপা হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বজীব